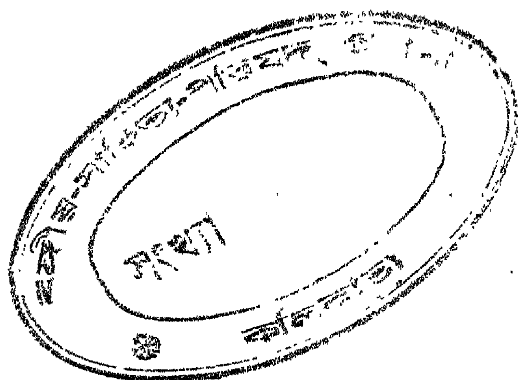


# যাত্রী

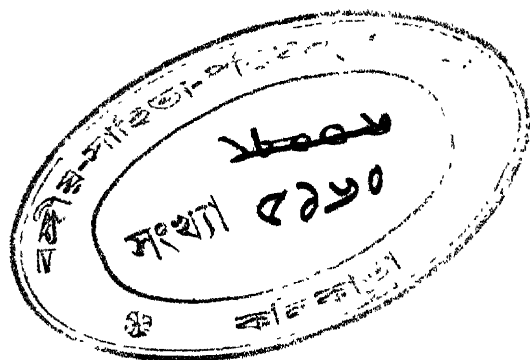
শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—
শ্রীকানাই লাল চক্রবর্ত্তী, বি, এ,
৮ বি, ঈশ্বর মিল লেন,
কলিকাতা।

১৯৩৯

প্রিণ্টার—
শ্রীনির্ম্মলকুমার শীল
ইউনাইটেড প্রেস
২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# যাত্রী



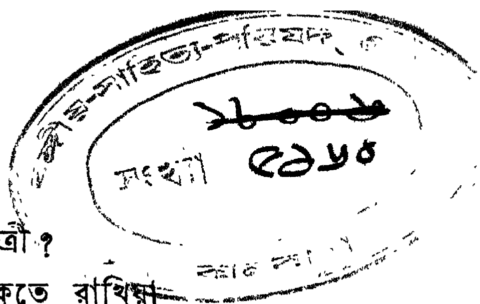
# সূচীপত্র।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মৃত্যু | ... | ... | ... | ১১ |
| মৃত্যুর পরে | ... | ... | ... | ১২ |
| পথে | ... | ... | ... | ১৩ |
| অরুণ-আলোকে | ... | ... | ... | ১৪ |
| চিতা | ... | ... | ... | ১৫ |
| মহাযজ্ঞ | ... | ... | ... | ১৬ |
| অঙ্গার | ... | ... | ... | ১৭ |
| অনাথ আলয় | ... | ... | ... | ১৮ |
| অসীমে | ... | ... | ... | ১৯ |
| অব্যক্ত | ... | ... | ... | ২০ |
| নীলাম্বরে | ... | ... | ... | ২১ |
| নিদ্রার বেশে | ... | ... | ... | ২২ |
| সংসার | ... | ... | ... | ২৩ |
| অভাগা | ... | ... | ... | ২৪ |
| পিতৃ উপাসনা | ... | ... | ... | ২৫ |
| কর্ম্মক্ষেত্র | ... | ... | ... | ২৬ |
| কঠিন ব্রত | ... | ... | ... | ২৭ |
| নিরাশায় | ... | ... | ... | ২৮ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রার্থনা | ... | ... | ... | ২৯ |
| উদ্‌ভ্রান্ত জীবন | ... | ... | ... | ৩০ |
| আঁধার-দৈন্যে | ... | ... | ... | ৩১ |
| বিশুষ্ক জীবন | ... | ... | ... | ৩২ |
| উচ্ছ্বাস | ... | ... | ... | ৩৩ |
| মরণ অচলে | ... | ... | ... | ৩৪ |
| দীক্ষা | ... | ... | ... | ৩৫ |
| শৃঙ্খল | ... | ... | ... | ৩৬ |
| বিশ্বের মরণে | ... | ... | ... | ৩৭ |
| কাছে দূরে | ... | ... | ... | ৩৮ |
| বিস্ময় | ... | ... | ... | ৩৯ |
| জীবনের সাথী | ... | ... | ... | ৪০ |
| জীবন-মরণ | ... | ... | ... | ৪১ |
| চির অদর্শন | ... | ... | ... | ৪২ |
| পুরাতন স্মৃতি | ... | ... | ... | ৪৩ |
| মনের মতন | ... | ... | ... | ৪৪ |
| স্মৃতি | ... | ... | ... | ৪৫ |
| পরিহাস | ... | ... | ... | ৪৬ |
| জীবনধারা | ... | ... | ... | ৪৭ |
| আহ্বান | ... | ... | ... | ৪৮ |

মৃত্যু যবে এল ... ... ... ৪৯
নির্ভয় ... ... ... ৫০
প্রভাতে ... ... ... ৫১
পিতার ভরসা ... ... ... ৫২
শ্মশান ... ... ... ৫৩
নিদাঘ নিশীথে ... ... ... ৫৪
মৃত্যুর আহ্বান ... ... ... ৫৫
অবসাদে ... ... ... ৫৬
ভুল ... ... ... ৫৭
মরণের পরে ... ... ... ৫৮
জীবনদাতা ... ... ... ৫৯
পরপারে ... ... ... ৬০
প্রবাসী ... ... ... ৬১
অনাদরে ... ... ... ৬২
সংসারে ... ... ... ৬৩
জীবন স্বপ্ন ... ... ... ৬৪
অন্তরীক্ষে ... ... ... ৬৫
কঠিন পথ ... ... ... ৬৬
বিশ্বের জীবনে ... ... ... ৬৭
সাথী ... ... ... ৬৮

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অসীমের খেলা | ... | ... | ... | ৬৯ |
| আঁধারের খেলা | ... | ... | ... | ৭০ |
| প্রাণময় | ... | ... | ... | ৭১ |
| অনন্ত | ... | ... | ... | ৭২ |
| নৈরাশ্যে | ... | ... | ... | ৭৩ |
| আশা ও ভাষা | ... | ... | ... | ৭৪ |
| বিশ্বরূপ | ... | ... | ... | ৭৫ |
| ক্ষুদ্র | ... | ... | ... | ৭৬ |
| জ্ঞান পরিচয় | ... | ... | ... | ৭৭ |
| সম্পূর্ণ শিক্ষা | ... | ... | ... | ৭৮ |
| পরিচয় | ... | ... | ... | ৭৯ |
| মানব হৃদয়ে | ... | ... | ... | ৮০ |
| বরষার জল | ... | ... | ... | ৮১ |
| শেষ কথা | ... | ... | ... | ৮২ |
| একতারা | ... | ... | ... | ৮৩ |
| প্রাণের মিলন | ... | ... | ... | ৮৪ |
| অনন্ত লীলা | ... | ... | ... | ৮৫ |
| প্রবাসী | ... | ... | ... | ৮৬ |
| অশেষ | ... | ... | ... | ৮৭ |
| শোকপারাবার | ... | ... | ... | ৮৮ |



কোথায় চলেছ যাত্রী ?
নিথর আকাশ বুকেতে রাখিয়া
ঘুমায় নিশীথ রাত্রি !
শ্রান্ত হয়েছে সুদূরের পথ,
হেলিয়া পড়েছে ভুবনের রথ,
স্বপনের জাল বিছায় নিদ্রা
গভীর বিরামদাত্রী,—
কোথায় চলেছ যাত্রী ?

কোথায় যাইবে যাত্রী ?
কুসুমকোমল হৃদয় তোমার
গভীর স্নেহের ধাত্রী !
বজ্রকঠিন পথের আঁধার
মর্ম্ম ভাঙ্গিয়া আসে বার বার,
স্বপনে রাঙ্গিয়া কঠিন চরণ
নামিছে শেষের রাত্রি,—
কোথায় যাইবে যাত্রী !

# মৃত্যু

ধরা হ'তে যত আলো গেছিল মুছিয়া,
নিস্পন্দ চেতনাশূন্য বিরাট আকাশে
অন্ধকার পুঞ্জে পুঞ্জে আছিল জাগিয়া।
পথহারা নিশীথের চঞ্চল বাতাসে
আনিল বেদনা বহি এক প্রান্ত হ'তে
অবনীর—নক্ষত্রের দুর্ব্বল আলোকে
নিরাশার ক্ষীণ দৃষ্টি নির্ব্বাণের পথে
শিহরি উঠিল যেন! বাক্যহারা শোকে
আকাশের কণ্ঠলগ্ন শীর্ণ বনরাজি
প্রাণের অনন্ত পথ দিল দেখাইয়া।
অন্ধকারে পূর্ণ করি হৃদয়ের সাজি
নিরাশা মৃত্যুর দ্বারে আসিল ফিরিয়া
যবে শেষ হয়ে এল,—অশ্রু শুকাইয়া
প্রাণহীন দেহপাশে দাঁড়ানু আসিয়া।

# মৃত্যুর পরে

শূন্য হৃদয়ের স্নেহ, শুষ্ক দু'নয়ন!
জীবনের কক্ষে কক্ষে প্রদীপ নিভায়ে
মরণ নয়নে এসে করেছে শয়ন।
যখন দাঁড়ানু পাশে হৃদয় বাড়ায়ে,
কিছুই পেনু না সাড়া,—পদতল হ'তে
মস্তকের অগ্রভাগ শব্দহীন সব,
স্নেহের আশ্বাস আর না দেয় বাহুতে,
মর্ম্ম সে মমতাহীন, হৃদয় নীরব।
সংসারের দয়া মায়া স্নেহের প্রলাপ,
এতদিন করিয়াছে ব্যাঘাত নিদ্রার
মরণের,—তাই আজ প্রাণের বিলাপ
শুনিবে না কোনমতে, তাই সব দ্বার
রুদ্ধ ক'রে দিয়ে, আজ নির্ব্বিকার মনে
মরণ শুয়েছে তার কোমল শয়নে।

# পথে

যবে বাহিরিনু পথে, শিহরি উঠিনু
প্রকৃতির মুখ চাহি। শ্বেত রুদ্র মুখে
আকাশ দাঁড়ায়ে ছিল. চাহিয়া দেখিনু
সে নেত্রে পলক নাই, স্পন্দ নাই বুকে,
যেন জন্ম মরণের বহু পূর্ব্ব হ'তে
ছিল যার চোখে চোখে, সে আজ মরেছে,
যেন বিশ্ব মৃত আজ. শ্মশানের পথে
তারি শব বহিতেছি, প্রদীপ ধরেছে
শ্মশান যেথায় মগ্ন প্রলয়ের ধ্যানে
জগতের গ্রহতারা—শ্মশানের বাতি!
প্রকৃতিহৃদয় হ'তে শ্মশানের পানে
ক্রন্দনের প্রবাহ ছুটেছে। শেষ রাতি
ম্লান মুখে অলক্ষিত পথে গেল চলে.
শ্মশানের চিতা যবে উঠিলেক জ্বলে।

# অরুণ-আলোকে

সে সময় পাণ্ডুমুখে অরুণ উদিল
নগ্নপদে, বক্ষ হ'তে মেঘ তুলে লয়ে
আকাশের অশ্রুসিক্ত আঁখি মুছে দিল।
যুগ যুগান্তের উষ্ণ শোকোচ্ছ্বাস ব'য়ে
রবি আসি দাঁড়ালেক আলুথালু বেশে
এক পাশে, রক্তবর্ণ নিশ্চল নয়নে
অশ্রু গেল অগ্নি হ'য়ে দুঃখের নিমেষে,
স্থির দৃষ্টি জ্বলে গেল সহস্র কিরণে।
যেন সে বিশ্বের স্বপ্ন, বিশ্বের স্মরণ
করিয়া বাহিরিছিল বহুদিন আগে,
যে দিন সৃষ্টির নিশা করি জাগরণ
প্রথম ভাসিল দিবা হৃদিরক্ত রাগে
রাঙ্গায়ে রবির মুখ, প্রথম আলোক
বিশ্বের নয়নে আসি ফেলিল পলক।

# চিতা

তখন অনন্ত চিতা উঠিল জ্বলিয়া।
সৃষ্টির মুখের অগ্নি বিশ্বহৃদি দাহি
ছুটিল,—আকাশপানে হৃদয় তুলিয়া,
অন্তহীন নীলিমায় অন্ধ নেত্রে চাহি
বিশ্বের অনন্ত দেহ লাগিল পুড়িতে।
সেই মহাযজ্ঞে যেন আহুতি ঢালিতে
আকাশ নামিয়া এল, বিশাল পুরীতে
ক্রন্দনের শব্দমত লাগিল ছলিতে
আকাশের কক্ষে কক্ষে করুণ ক্রন্দন।
বাতাস ছুটিয়া এল অন্তর কাঁপায়ে,
প্রকৃতিহৃদয় হ'তে দীন আবেদন
ল'য়ে, শোকাতুর সম পড়িল ঝাঁপায়ে
অগ্নিমুখে,—প্রাণ হায় নিরাশ্রয় অতি,
মরণের কোলে ফোটে প্রকৃত মূরতি।

# মহাযজ্ঞ

সেই মহাযজ্ঞে এল আহুতি ঢালিতে
মহাকাল জরা জন্ম মরণের পিতা,
যুগান্তের যশোদীপ্তি লাগিল জ্বলিতে
অগ্নিরূপে,—অতীতের তৃপ্তিসম, চিতা।
প্রাণের জাগ্রত ভাব লুটায়ে পড়িল
হৃদিমূলে, জীবনের মুহূর্ত্ত সকল
আজ অবসর পেয়ে বাহিরে আসিল
একবার,—বর্ষ দিন হইয়া বিকল
মরণের উপকূলে পড়িল ভাঙ্গিয়া।
রুদ্ধ হ'ল কালের প্রবাহ, দিকে দিকে
বেদনা রক্তিম রাগে উঠিল রাঙ্গিয়া।
রবির বিদীর্ণ বক্ষ নীলাম্বরে ঢেকে
দেবদূত, ধরা হ'তে উর্দ্ধে লয়ে গেল।
সে সময় ধীরে ধীরে চিতা নিভে এল

# অঙ্গার

পড়িয়া রহিল শুধু উত্তপ্ত অঙ্গার!
এই জীবনের শেষ, এই পরিণাম?
হৃদয়ের সুবিমল স্নেহরাশি যার
ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রতি নাহি ছিল বাম,
যাহার আদরে স্ফীত হৃদয় আমার
আছিল সমগ্র বিশ্ব করি আলিঙ্গন,
ফুলে ফলে ফুটিত যে প্রেমের আকার,
সুঘ্রাণে ভরিয়া যেত আকাশ-প্রাঙ্গণ,
নক্ষত্রের বক্ষে হ'ত প্রেমের স্পন্দন,
ব্যোমের নিশ্চল নেত্রে ভাসিত পুলক,—
তার পরিণাম শুধু নিষ্ফল ক্রন্দন?
অঙ্গারে লুকাল মুখ সারা বিশ্বলোক?
প্রাণের উত্তপ্ত আশা জ্বলিয়া পুড়িয়া
শ্রীহীন অঙ্গাররূপে রহিল বাঁচিয়া?

# অনাথ আলয়

আবার ফিরিয়া এনু অনাথ আলয়ে।
শ্রান্ত রৌদ্র পড়ে ছিল সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গনে
দীনভাবে,—প্রভাতের হাসিটুকু ল'য়ে
ভেটিতে আসিয়াছিল কোমল চরণে
দূর পথে, কিন্তু হায় উপহার যার
সে কোথায়? অরুণের নীরব আহ্বানে
স্মিতমুখে খুলে দিত সকল দুয়ার
সব আগে, গিয়াছে সে আজ কোনখানে?
কোন্ বিশ্বে পড়িয়াছে চরণ তাহার?
কোথাকার পিতৃহীন গেহ, শুভক্ষণে
নয়ন মেলিয়া, জাগিয়াছে আরবার
প্রেমানন্দে, পিতৃস্নেহপ্লাবিত জীবনে।
নব রবি নতশিরে আশীষ মাগিয়া
পাদতলে ফিরে ফিরে গিয়াছে লুটিয়া

# অসীমে

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লয়ে গেল দিবাকর।
সম্মুখে নয়ন রাখি পশ্চিমে চলিল
ধীরে ধীরে ধীরে,—ক্লান্ত অনুতপ্ত কর
ফুটন্ত আশীষ সম পড়িয়া রহিল
তরু শিরে শিরে! পূর্ণ মিলনের বুকে
আসন্ন বিরহ যথা উত্তপ্ত নিশ্বাসে
প্রত্যয় ভাঙ্গিয়া দেয়, পরিপূর্ণ সুখে
ছায়া পড়ে, আলোকের তরল বিশ্বাসে
তেমনি করিয়া ঘন ছায়া জমে এল,
আঁধারের কোলে আলো লুটায়ে পড়িয়া
আপন সন্দেহ মাঝে ম্লান হ'য়ে গেল।
তীরে নীরে ধীরে ধীরে সরিয়া সরিয়া
আঁধার আপন রাজ্য করিল বিস্তার—
অসীমে সীমার কিছু নাহি অধিকার।

# অব্যক্ত

যাহা ছিল তাহা কিছু রহিল না আর।
পুত্রহীনা জননীর শূন্য ক্রোড় সম
মলিন হইয়া গেল মূরতি ধরার।
আকাশ হারায়ে তার বন্ধু প্রিয়তম
দিগন্ত বিস্তৃত দুঃখ কালিমার মত
সকল হৃদয় মন রহিল আবরি।
পৃথিবীর সমব্যথী শোকভার নত
সন্ধ্যাদেবী, অশ্রুসিক্ত নীলাম্বর পরি'
দাঁড়াল সমুখে আসি নির্ব্বাক বিষাদে।
কেহ কহিল না কথা, কেহ ভাঙ্গিল না
হত হৃদয়ের দুঃখ রোদন নিনাদে,
মলিন নয়নজলে কেহ আঁকিল না
অব্যক্ত শোকের ছবি,—শুধু বুকে বুকে
দু'জনে মিলিল দুই ভাষাতীত দুখে।

# নীলাম্বরে

নীলাম্বরে লক্ষ চিতা উঠিল জ্বলিয়া।
ছায়াহীন শব্দহীন নীল বায়ুস্তর
অনন্ত শ্মশানসম আছিল পড়িয়া—
সেই পথহীন ঘোর আকাশপ্রান্তর
কম্পিত তারকাবহ্নি জ্বালাইয়া বুকে
লক্ষ মরণের স্মৃতি চক্ষেতে ধরিল,
কোটি কোটি বিশ্বলোক যেন মোর দুখে
কোটী কোটী চিতা জ্বালি পুড়িয়া মরিল।
জাগ্রতকালের দীপ্ত মুহূর্ত্ত সকল,
ছিন্নসূত্র মালিকার কুসুমের প্রায়,
একেবারে হারাইয়ে সকল সম্বল
খণ্ড জীবনের মত পড়িল চিতায়।
নীলাকাশ স্তব্ধনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া
ব্যর্থ হৃদয়ের মত রহিল জাগিয়া।

# নিদ্রার বেশে

সে রাতে নিদ্রার বেশে জাগিল মরণ
নয়নে, সমস্ত বিশ্ব সঙ্কুচিত হয়ে
হৃদয়ের মাঝে এসে করিল শয়ন!
কি এক বিরাট শব্দ শুনিনু বিস্ময়ে!
যেন আদি অনন্তের ভীষণ আহবে
ব্যথিত দুর্ব্বল বিশ্ব উঠিল কাঁদিয়া,
জীবনের অসারতা জানাতে মানবে
ধ্বনিল কালের কণ্ঠ স্তব্ধতা ভেদিয়া।
কিসের সে কণ্ঠধ্বনি নারিনু বুঝিতে,—
মনে হ'ল মরণের বিজয় উল্লাস
সমগ্র পৃথিবী বুঝি আসিছে গ্রাসিতে,
পরক্ষণে মনে হ'ল জীবনের ত্রাস
সব মিছে, চারিধারে অনন্ত জীবন
পদতলে দলিতেছে অসত্য মরণ।

# সংসার

প্রভাতের অসন্দিগ্ধ কোলাহল রূপে
সংসার পাইতে এল নিজ অধিকার,
পিতৃশোকখনিত দু'নয়নের কূপে
উছলিল শান্তিহীন নয়নআসার।
শোকে দুখে সংসারের নাহি অবসর,
চাহে না সে শুনিবারে কাহারো রোদন,
জনকের পুণ্যস্মৃতি তার কাছে পর,—
ঋণদাতা অকরুণ কৃপণ যেমন।
প্রীতিহীন প্রাণহীন প্রসারিয়া কর
তাহার সকল প্রাপ্য লইল বুঝিয়া,
হিসাবে হল না ভুল, খন্দ কুটা খড়
দেখে দেখে একে একে লইল মুছিয়া!
নয়নে বহিয়া গেল নয়নের জল,
হৃদয়ে রহিল রুদ্ধ হৃদয়ের বল।

# অভাগা

দিনে দিনে সারা বিশ্ব দীন হ'য়ে গেল।
লুপ্ত হ'ল দিগন্তের স্বর্ণময় হাসি,
উজ্জ্বল রূপের আলো ম্লান হয়ে এল।
আকাশের অচঞ্চল শুভ্র মেঘ রাশি,
পিতৃহীন অভাগার শোকবাস মত,
আলোকের হাসিটুকু রহিল আবরি।
শাখার আশ্রয়চ্যুত কত শত শত
বৃক্ষপত্র, ধরণীর রূপবাস হরি'
পতিহীনা রমণীর অন্তরের ন্যায়
ধরণীর মুখজ্যোতি ক'রে দিল ম্লান।
পবিত্র সংযতাহারী ব্রাহ্মণের প্রায়
দিবাকর, ধরণীর করিয়া কল্যাণ,
একাহারে দীর্ঘদিন করিয়া যাপন
ধীরে ধীরে ফিরে যেত আপন ভবন।

# পিতৃ উপাসনা

যে দিন প্রভাতরৌদ্রে ধৌতকলেবর
নীলাকাশ, মেঘভার নামায়ে ফেলিয়া,
দাঁড়াইল কক্ষে লয়ে শুভ্র দিবাকর,
মনে হ'ল চারিধারে নয়ন মেলিয়া
নিখিল প্রকৃতি যেন সুপবিত্র হয়ে
অশ্রুজলে করিতেছে পিতৃ উপাসনা।
সৌরকরশুভ্র ধরা দীপ্ত মুখ লয়ে,
হৃদয়ে লুকায়ে তার বিপুল বেদনা
নির্ম্মল প্রসন্ন করে আশীষিল মোরে।
দিকে দিকে দিকপতি কনক আসনে
উচ্চারিল মন্ত্র লক্ষ বিহগের স্বরে।
সন্ধ্যাকালে শান্তোজ্জ্বল সুনীল গগনে,
অভ্যাগত সুসজ্জিত অতিথির মত
নক্ষত্র উদয় হ'ল কত শত শত।

# কর্ম্মক্ষেত্র

সহসা খুলিয়া গেল মোহ আবরণ।
সম্মুখে রয়েছে পড়ে দিগন্ত বিস্তৃত
কর্ম্মক্ষেত্র, মোর কাছে বড়ই ভীষণ,
উচ্ছৃঙ্খল নদীবক্ষে আবর্ত্তের মত।
পিতার কোমল স্নেহে নন্দিত হৃদয়
শিখে নাই আপনারে করিতে বরণ,
সিদ্ধিলাভ তরে স্বার্থ করিয়া আশ্রয়
শিখি নাই সব আগে ফেলিতে চরণ।
পিতার আদর মোর ললাট পরশি
স্নিগ্ধ মলয়ের মত বহিত সতত,
হৃদয়ে চিরবসন্ত আনন্দ বরষি
ফুটায়ে রাখিত প্রাণ শতদল মত।
উজ্জ্বল আকাশে রাখি নিশ্চল নয়ন
ভাবিতাম জনকের অনন্ত জীবন।

# কঠিন ব্রত

ভেঙ্গে গেল জীবনের মধুর স্বপন,
কেহ বা দেখাল দয়া, কেহ দেখাল না,
সন্ধ্যাকাশে পরিম্লান নক্ষত্রকিরণ
কোথাও ফুটিল ভাল, কোথা ফুটিল না।
গভীর প্রাণের ক্ষত শুকাতে পেল না,
সংসার নির্ম্মম হস্তে লইলেক টানি,
প্রাণেব সকল দিক জাগিতে দিল না,
জগত কঠিন ব্রত মোবে দিল আনি।
জগতে কর্ত্তব্য আছে জানি তাহা জানি,
মানুষ এমন কত মরিছে নিয়ত
তাও জানি, কিন্তু হায় কেবা দিবে আনি
তেমন গভীর স্নেহ, সাগরের মত
অনন্ত অতলস্পর্শ, তবুও দুর্ব্বল
তনয়ের আলিঙ্গনে আনন্দ-চঞ্চল।

# নিরাশায়

জগতের কর্ম্মক্ষেত্র রহিল পড়িয়া,
আমি গৃহকোণে বসি কল্পনার বলে
কত না উন্নত লক্ষ্য আনিনু পাড়িয়া—
সংসারের তীব্র তাপে সব গেল গ'লে।
মনে হ'ত বৃথা চেষ্টা বৃথা আকিঞ্চন,
রাখিতে নারিব যাহা চিরদিন তরে
কি ফল লভিয়া? শুষ্ক পত্রের মতন
ঝরিয়া পড়িব, আর কুড়ায়ে অপরে
বিস্মৃতিসহায় বহ্নি করিবে সৃজন।
গিরিবক্ষে লুক্কায়িত ক্ষুদ্র নির্ঝরের
নিভৃত স্বপন সম আমার জীবন,
চাহে সে অনন্ত তৃপ্তি মহাসাগরের—
চাহে মহাজীবনের মহা পরিণাম!
ক্ষুদ্র প্রাণে ক্ষুদ্র মৃত্যু—কি তাহে আরাম?

# প্রার্থনা

আমারে তোমার ক'রে লও পরমেশ!
পূর্ণ কর অসম্পূর্ণ হৃদয়ের বল,
বেঁধে দাও শ্লথ মোর বাসনার বেশ,
রুদ্ধ কর নয়নের ভীরু অশ্রু-জল।
তোমার প্রসন্ন ইচ্ছা যুক্ত কর নাথ
আমার হৃদয়সনে,—তুমি যেথা যাবে
আমার দুর্ব্বল প্রাণ নিয়ো তব সাথ,
তোমার কল্যাণনেত্র যেই দিকে চাবে
সেই দিকে রেখো, দেব, সকল সংসার।
আমারে লইয়া তুমি বিশ্বের কল্যাণ
সাধিও, জ্বালিও বহ্নি হৃদয়ে আমার
আপন মঙ্গলকরে, কোরো তাহে দান
দুঃখের আহুতি, যেন তাহে পুড়ে যায়
তোমার প্রেমের পথে যত অন্তরায়।

# উদ্‌ভ্রান্ত জীবন

মিশিতে নারিনু ভাল বিশ্বকোলাহলে,
তুলিতে আপন কণ্ঠ পরের মতন
প্রেমহীন কলরবে, রাখিতে ভূতলে
প্রাণহীন মূর্ত্তিহীন যশের স্বপন।
কোথায় রাখিব যশ চঞ্চল ধরায় ?
কে মোর গাহিবে যশ উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে ?
রবির কনককান্তি ক্ষণে মুছে যায়
সায়াহ্নের রাগদীপ্ত পশ্চিম গগনে।
পাখীর উদাত্ত স্বর উঠিয়া পড়িয়া
আকাশের মৌনকণ্ঠে সুপ্ত প্রতিধ্বনি
তোলে ক্ষণেকের তরে;—কি কাজ মরিয়া
অসার মরণে, যদি না মরে ধরণী
মোর সাথে, কিবা কাজ অতৃপ্ত জীবনে,
সুপ্ত বিশ্ব যদি নাহি জাগে মোর সনে ?

# আঁধার-দৈন্যে

ক্রমে পড়ে এল বেলা, নিবে এল আলো,
ধূলিরক্ত রাজপথ শ্রান্ত যোদ্ধা মত
উদার ধরার কোলে জীবন জুড়াল।
ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে এল সঙ্গীত বিরত
পাখীদের কণ্ঠস্বর, মলিন আকাশ
রবিকরদীপ্ত তার গরিমা হারায়ে
প্রাণের দীনতা যত করিল প্রকাশ।
যে সব সুখের আশা গিয়াছে মিশায়ে
জীবনের লক্ষ্যহীন আবর্ত্তের জলে,
মনে হ'ল তাহাদের নীরব ক্রন্দন
সন্ধ্যার শিশির হ'য়ে পড়িলেক গ'লে।
দিকে দিকে ছুটে গেল স্নেহের বন্ধন,—
আলোকের পুণ্যস্মৃতি মুছে ফেলে দিয়ে
জগত আঁধার-দৈন্যে রহিল জাগিয়ে।

# বিশুষ্ক জীবন

পৃথিবীর কোন দিকে ফেলিব চরণ,
অসংযত আকাঙ্ক্ষার কম্পিত আলোকে
কতটুকু অন্ধকার করিব হরণ ?
সকল হৃদয় যেন নুয়ে পড়ে শোকে,
যাহা ধরি তাই যায় ভেঙ্গে, যাহা জ্বালি
প্রাণ দিয়ে নিভে যায় ত্বরা। উৎসুকের
দীপ্ত মুখে অকস্মাৎ পড়ে যায় কালি।
মনে হয় আজো বুঝি মোর জনকের
নিভে নাই চিতা, যেন রুদ্র মহাকাল
পলে পলে জ্বেলে দেয় নূতন আগুন,
প্রতিদিন ঊষা আসে ভরি স্বর্ণথাল
প্রাণের আহুতি লয়ে,—জ্বলে সে দ্বিগুণ
প্রতিদানে উদ্দীপিত প্রণয়ের মত—
বিশুষ্ক জীবন তাই পুড়িছে নিয়ত।

# উচ্ছ্বাস

জীবনের কতটুকু পৃথিবীর দান!
উদার উন্নত বৃক্ষ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে,
পায় যদি ধরাবক্ষে এতটুকু স্থান
ফল-ফুল ছায়া দেয় সুবিশাল হ'য়ে।
আকাশে পাইলে শশী সেইটুকু স্থান,
সারাবিশ্ব ভ'রে রাখে জোছনাসঙ্গীতে,
সুদূরের সুখস্বপ্নে জেগে ওঠে প্রাণ,
পথের ধূলিও চাহে নূতন ভঙ্গীতে।
একটু সরল হাসি, ক্ষণিকের প্রীতি,
নিমেষ-নিহত দৃষ্টি আবেগচঞ্চল,
সারা জীবনের সুখ গড়ে নিতি নিতি,
বিশুষ্ক হৃদয় করে উচ্ছ্বাস-তরল।
চাহিলে ফুরায়ে যায়, না চাহিলে পরে
সমগ্র হৃদয়মন পরিপূর্ণ করে।

# মরণ-অচলে

বাজুক তোমার ভেরী বাজুক আবার,
অর্চ্চিব তোমার ধ্বজা হৃদয়শোণিতে,
বাজুক তোমার বজ্র হৃদয়ে আমার,
দুঃখেতে তোমারে নাথ পারিব জানিতে।
যে দিন আসিলে তুমি নিদারুণ ভাবে,
মৃত্যুরূপে, সঙ্কুচিত সুষুপ্ত প্রাঙ্গণে
বাজিল তোমার শঙ্খ গম্ভীর আরাবে,—
শিহরি উঠিল প্রাণ তব আলিঙ্গনে।
আজ উঠিয়াছি তব মরণ-অচলে
জীবনের সমতল ছাড়ি, প্রসারিত
তোমার সংসার যতদূর দৃষ্টি চলে,—
প্রেমে উচ্ছ্বসিত, চির আনন্দপ্লাবিত।
সংসার ভিতরে শুধু মায়ার বিস্তার,
বাহিরে অনন্ত প্রেম, প্রকৃত সংসার!

# দীক্ষা

ঢাল অশ্রু ঢাল,—আমার হৃদয় মন
ধৌত কর সুপবিত্র নয়নের জলে,
আজ উদ্‌ঘাটিত হোক নবীন জীবন,
যাক পুরাতন বর্ষ বিস্মৃতির তলে।
পিতার চরণোৎস্পৃষ্ট গৃহপ্রান্তে বসি
দীক্ষা লব মহামন্ত্রে—পরমেশ-প্রেমে,
আত্ম-ত্যাগমন্ত্রপূত আনন্দ বরষি
বিশ্বপ্রেমমন্দাকিনী আসিবেক নেমে
আমার হৃদয়মর্ত্ত্যে, সঞ্জীবিত হবে
লক্ষ্য ভ্রষ্ট মুহূর্ত্তের বিফল উদ্যম,
দিকে দিকে বিশ্ববাসী হর্ষকলরবে
মুখরিত করিবেক জীবন-আশ্রম।
ভবিষ্যের অন্ধকারে, সুদূর অতীতে,
হৃদয় জাগিবে বিশ্বকল্যাণসঙ্গীতে।

# শৃঙ্খল

কেন গো দিয়েছ মোরে এমন শৃঙ্খল ?
তোমারি স্বজিত বিশ্ব আনন্দ-সঙ্গমে
ছুটিয়াছে, মোরে কেন করেছ অচল ?
আমি যে ফুটিতে চাই বিশ্বের মরমে
নির্ম্মলবাসনারূপে, প্রেমের নয়নে
আমি যে জ্বলিতে চাই চঞ্চল আবেশে
চকিত দৃষ্টির মত, বিরহ-বেদনে
আমি যে জাগিতে চাই বেদনার রসে
অভিষিক্ত অশ্রুর মতন ! বল নাথ
আমারে দিয়াছ কেন এমন শৃঙ্খল ?
আমি যে জাগিতে চাই জীবনের রাত
তব সাথে, সাধিবারে বিশ্বের মঙ্গল
আমি যে ফুটিতে চাই করুণাস্বরূপে
নীরব হৃদয়মন ভরি চুপে চুপে।

# বিশ্বের মরণে

পলে পলে মরিতেছি বিশ্বের মরণে।
পলে পলে ঝরে পড়ে কুসুমস্বপন
মন হ'তে,—সুদূরের ছায়া-আবরণে
লুকায় বন্ধনমুক্ত বিগত জীবন।
স্বল্পায়ু সন্ধ্যার মুখে হাসিটির মত
লুপ্ত হয় লুব্ধ আশা নিষ্ফল বেদনে,
অনাদর উপেক্ষায় হয়ে প্রতিহত,
নিঃস্বপ্রাণ ঝরে পড়ে পৃথিবী-চরণে।
তিলে তিলে মরণের হতেছে বিকাশ,
তিলে তিলে ডুবে বিশ্ব নিরাশা-তিমিরে,
প্রাণ নাই, স্পন্দ নাই, নাহিক নিশ্বাস
এ অনন্তে, মহাকাল আছে শুধু ঘিরে
জীবনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রসারিয়া কর—
চারিধারে ঝরে পড়ে নিমেষ-নির্ঝর।

# কাছে দূরে

এত কাছে থেকে তবু এত দূরে আছ!
তোমার রূপের জ্যোতি পড়েছে নয়নে
তবে ত মেলেছি আঁখি!—নহে সে কদাচ
কল্পনাগুঞ্জন যাহা শুনেছি শ্রবণে।
শুনেছি তোমার কণ্ঠ বসন্তপবনে
নির্ম্মল জোছনারাতে, অম্বর মথিয়া
জীবনলক্ষ্মীর মত এসেছে জীবনে,
মুক্ত প্রাণ বিশ্বতারে যুক্ত করি দিয়া।
কাছে আছ তবু কেন হৃদয় বাড়ায়ে
তোমার পাইনি ধরা, আশে পাশে হেরি
তুমি আছ, তুমি আছ আমারে জড়ায়ে,
তোমার কল্যাণকর আছে মোরে ঘেরি,
আমার জীবনে বহে তোমার নিশ্বাস,—
তবু কেন এত তৃষা, এমন পিয়াস!

# বিস্ময়

তোমারে খুঁজিতে গিয়ে হয়েছিনু সারা।
আলোকনির্ম্মিত, দেব, তব স্বর্গপুরী
হেরেছিনু পূর্ব্বাকাশে, হ'য়ে আত্মহারা
হেরেছিনু তোমার সে কল্পনামাধুরী।
তোমার মুখের হাসি মূরতি ধরিয়া
তিমিররজনী হ'তে উঠিল ভাসিয়া
পূর্ব্বাকাশে, ভরে গেল আকাশের হিয়া,
প্রাণের বাহির হ'য়ে দাঁড়ানু আসিয়া
মুগ্ধ হ'য়ে,—মুগ্ধ হ'ল নিখিল ভুবন,
বিস্ময়ব্যথিত স্বরে ডেকে গেল পাখী,
কোথা আছ?—বিশ্বমুখে ধ্বনিল তখন,—
সাধ হয় তোমারে যে বুকে করে রাখি—
মোর বুকে হ'ল প্রতিধ্বনি, সবিস্ময়ে
দেখিনু চাহিয়া—তুমি রয়েছ হৃদয়ে!

# জীবনের সাথী

আমারে আপন ক'রে লও আজি নাথ!
আমারে করিয়া লও জীবনের সাথী,
পথ যদি নাহি পাই, এসে পড়ে রাত,
কোথায় জ্বালায়ে ল'ব জীবনের বাতি!
লক্ষ পথ পড়ে আছে বিরহ-কাতর,
লক্ষ প্রাণ অভিসারে রয়েছে জাগিয়া,
তৃষিত মুহূর্ত্ত তোলে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর,
তব প্রেম অমৃতের পরশ লাগিয়া।
আমার হৃদয়ে পাত তোমার আসন,
সিঞ্চিত করহ প্রেম সকল জীবনে,
শত বিশ্ব জগতের সঙ্গীতবন্দন
গীত হোক লক্ষ কণ্ঠে আমার ভবনে।
প্রাণের সকল পথ সুবিমল সুখে
তোমার চরণরেণু মাখে যেন বুকে।

# জীবন-মরণ

আবার যে অশ্রুজলে আঁখি গেল ভরি,
আবার উথলে দুঃখ সে কথা স্মরিয়া,
সন্তাপপীড়িত বক্ষ গুমরি গুমরি
প্রাণের নিশ্বাস হ'তে যায় যে সরিয়া!
সেই সে দিনের কথা—প্রাণহীন দেহ
প'ড়ে আছে ছিন্নসূত্র মালিকার মত,
কেহ ফেলে দীর্ঘশ্বাস, কাঁদিছে বা কেহ,
কেহ আছে চিন্তাভারে আঁখি করি নত।
সবে মাত্র গেছে প্রাণ,—তখনো হৃদয়
উষ্ণ নিল আবেগের ঘাত-প্রতিঘাতে,
তখনো সে বাহুদুটি কোমল-সদয়,
তখনো দৃষ্টির ছায়া ভাসে আঁখিপাতে।
এই ছিল, এই গেল,—জীবন মরণ
এক চিত্রপটে যেন দ্বিবিধ বরণ।

# চির অদর্শন

এ জীবন কতটুকু—মৃত্যু কত বড় !
আশা নিরাশায় পূর্ণ উত্তপ্ত জীবন
বিস্মৃতির এক কোণে রহে জড়সড়—
সুখ দুঃখ মনে হয় কেবলি স্বপন।
মৃত্যু শুধু টেনে যায় জ্বালাময় রেখা,
কবে সে বাঁচিয়াছিল না হয় স্মরণ,
মিথ্যা সে ক্ষণের তরে প্রাণ নিয়ে দেখা,
সত্য এ যুগান্তব্যাপী চির অদর্শন।
মানুষ মরেছে, শুধু তাই পড়ে মনে,
মুখে মুখে যুগে যুগে হয় সে প্রচার,
জগত মরিয়া থাকে তাহার মরণে,
বর্ষে দিনে যশে গানে মরে সে আবার।
সকল তাহার মৃত্যু, উদার মহান,
যার প্রাণে মিশে থাকে জগতের প্রাণ।

# পুরাতন স্মৃতি

এক দিন অনন্তের অফুরাণ পথে
ভাসিয়া চলিয়াছিনু মেঘের মতন
শুভ্রোজ্জ্বল কান্তি লয়ে, স্বর্ণময় রথে
অরুণ ছড়াতে ছিল সোণার কিরণ
দিকে দিকে, পিকবধূ কণ্ঠ ছাড়ি দিয়া
কুড়ায়ে আনিতেছিল সারা হৃদয়ের
মুগ্ধ অণু পরমাণু, আকাশ ভেদিয়া
কল্লোল উঠিতেছিল রবি উদয়ের।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে হিমানীশীতল
বায়ু বহে এল, বক্ষ কাঁপিল তরাসে,
কণ্ঠ এল মুখে সরি, চক্ষে এল জল,
পরাণ গলিয়া গেল মরণহুতাশে।
ত্যজিয়া অনন্ত প্রাণ পড়িনু ভূতলে,
অনন্ত সে তৃষা মোর সঙ্গে এল চলে।

# মনের মতন

আমিও রচেছি বিশ্ব মনের মতন,—
নাহি অন্ধ অভিলাষ, বাসনা-বিকার,
অন্তরে বাহিরে করি আশীষ বর্ষণ
উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত প্রেম-পারাবার।
পৃথিবীর লক্ষ আশা লক্ষ দিকে ধায়,
হেথা সব বাঁধা আছে সোণার শৃঙ্খলে,
পৃথিবীর সফলতা সুদূরে মিশায়,
হেথা সব দূর আসে নিকটেতে চ'লে।
ধরায় সবাই রাজা, সবে চাহে কর—
প্রাণ চাহে পরিতোষ, প্রেম চাহে সুখ,
তৃষিত চেতনা চাহে হইতে অমর,
সব বুকে ধরা দিতে চায় যেন বুক।
হেথায় মনের রাজ্য অনন্ত বিস্তার,
প্রেম ছাড়া আর কারো নাহি অধিকার

# স্মৃতি

অনন্তপ্রসূত মোর মুহূর্ত্তসকল
জ্বলে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত অনল,
তাই যবে দেহ মন হইয়া বিকল
পড়ে থাকে,—স্মৃতি রহে অমর উজ্জ্বল।
তাই যবে নিবে যায় ক্ষণিকের হাসি.
পলক ফেলিতে সুখ হয় তিরোহিত,
মুহূর্ত্ত সে দীপ্তি লয়ে আপনা বিকাশি
সকল হৃদয় মন করে আলোকিত।
তাই যবে জীবনের ডুবে যায় রবি,
জীবনে জড়ায়ে আসে আকুল আঁধার,
মুহূর্ত্ত আঁকিয়া লয় সে প্রেমের ছবি;
নীলিমে নক্ষত্র মত ফুটায় আবার।
আবার সে কিরণের প্রতিবিম্ব লয়ে
স্মৃতি হাসে দশদিকে বিভাসিত হ'য়ে।

# পরিহাস

একি নিন্দা, একি লজ্জা, একি পরিহাস।
উদার গভীর প্রেম, পৃথিবীর কোলে
ক্ষুব্ধ সাগরের মত, হয় পরকাশ
আঁখিকোণে এক বিন্দু নয়নের জলে।
প্রাণের উজ্জ্বল জ্যোতি রবির মতন
কটাক্ষে নাশিতে পারে সকল আঁধার,
ভস্মে ঢাকা রহিয়াছে সে মহারতন,
বিষ্ণু যথা ক্ষীণবীর্য্য নর অবতার!
প্রেমের বিমল সুধা জোছনা কিরণে
প্লাবিত করিতে পারে সকল সংসার,
মলিন দীপের মত জ্বলে এককোণে,
সেই শুধু আলো পায় কাছে আছে যার।
যে স্নেহ বিপুল বিশ্ব জড়াইতে পারে,
রহে দু'টি অসহায় বাহুর আকারে।

# জীবনধারা

আমারে বিলায়ে দাও জগতের মাঝ,
সব দুখে, সব সুখে, সব অশ্রুজলে,
সাধিবারে দাও মোরে জগতের কাজ,
সব প্রাণে, সব স্থানে, সর্ব্বত্র ভূতলে।
সব বুকে রেখে দাও আমার আশ্বাস,
মোর দৃষ্টি রেখে দাও সবার আঁখিতে,
সব প্রাণে জ্বেলে দাও আমার বিশ্বাস,
মোর আশা সব মুখে দাও গো আঁকিতে।
সব শক্তি মোর প্রাণে করগো নিবেশ,
মোর তৃপ্তি সব প্রাণে দাও বিলাইতে,
দয়াময়, কর তব দাসেরে আদেশ
সব প্রাণে সব মনে নিশ্বাস ফেলিতে।
সব আলিঙ্গনে দাও আমারে জড়ায়ে,
মোর প্রাণ সব প্রাণে দাও গো ছড়ায়ে।

# আহ্বান

জানিনা গো কার কাছে কিভাবে যে আস,
কেবা তব পর, দেব, কে তব আপন,
কে তোমার প্রিয়, দেব, কারে ভালবাস,—
দুঃখ কি করুণা তব, সুখ কি স্বপন ?
এ হীন দারিদ্র্য, নহে অবিচার তব ?
দুঃখই কি দয়াময় ঐশ্বর্য্য তোমার
মৃত্যু কি জীবন পথে দ্বার অভিনব,
সুখ কি ব্যথার মত ধরে গো আকার ?
জানি না গো কে তোমার, কি তোমার প্রিয়,
আসিয়ো সকল বেশে আমার আলয়ে,
তোমার সকল পথে মোরে লয়ে যেয়ো,
আসিয়ো জীবনরূপে, আসিয়ো প্রলয়ে।
প্রাণের সকল ঠাঁই ফেলিয়ো চরণ,
প্রেমরূপে উছলিব, ছলিব মরণ।

# মৃত্যু যবে এল

মৃত্যু যবে দিতে এল মাল্য সচন্দন,
তখন কি ভেবেছিলে আমাদের কথা ?
যখন টুটিয়া গেল মায়ার বন্ধন
সহসা, জাগিয়াছিল মনে কোন ব্যথা ?
নিশীথ নিদ্রার ক্রোড়ে ছিনু অচেতন,
ঘুমঘোরে ভাবি নাই তুমি চলে যাবে,
যখন ভাঙ্গিল নিদ্রা দেখিনু তখন
মলিন হয়েছে নিশা তোমার অভাবে।
আর জাগিলে না তুমি কারো কণ্ঠস্বরে,
যেমন পোহায় নিশা তেমনি পোহালো,
সে দিনো হাসিল ধরা রক্তরবিকরে,
সে দিনো গাহিল পাখী মেখে তার আলো।
আমার সে নিশা কিন্তু অনন্ত নিমেষে
এসেছিল, রয়ে গেল তাই মোর দেশে।

# নির্ভয়

আগে গেছ তাই ভয় গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
অজানা অচেনা পথ আঁধার বিজন,
স্তম্ভিত দৃষ্টির পথে রয়েছে পড়িয়া,
হৃদয়শোণিতলুব্ধ অসিত বরণ,
লোল খড়্গ সম ক্রূর কৃতান্তের হাতে,
কে জানে কোথায় তার হইয়াছে শেষ,
কে জানে কোথায় আলো এ আঁধার রাতে!
এ পথ গিয়াছে যেথা বুঝি বা সে দেশ
শ্রীহীন নির্জ্জন শোককোলাহলে ভরা,
আশ্রয়ভরসাহীন ক্রন্দনমূরতি!
আলোকভরসাদীপ্ত আমাদের ধরা
তাহার পরশে হায় সঙ্কুচিত অতি!
গিয়াছ যখন তুমি, মোদের কি ভয়,
আগে গেছ বটে তবু ধরিব নিশ্চয়!

# প্রভাতে

পিতৃহীন প্রভাতের শোকস্তব্ধ রথে
হলোনা তেমন আর আনন্দগুঞ্জন,
ভাঙ্গা-ভাঙ্গা রবিকর আসি দূর হ'তে
মৌনভাবে দ্বারদেশে করিল শয়ন।
গৃহের গৌরব যেন ধূলি হয়ে গেল,—
নির্ব্বাপিত দীপমুখে ধূমের মতন
তপ্ত আশা রিক্ত গৃহে আশ্রয় না পেল,
দীপাধারে পড়ে র'ল বিনষ্ট স্বপন।
উদার উচ্ছ্বাস পূর্ণ উদাত্ত সঙ্গীতে
শব্দ প্রাণ লয়ে যেন উঠে উছলিয়া,
গান যবে থেমে যায় তখনি চকিতে
প্রাণহীন শব্দ শুধু রহে সে পড়িয়া।
তেমতি রহিল পড়ে সকল সংসার,
আলোকে ভাঙ্গিল নিদ্রা জাগিল আঁধার।

# পিতার ভরসা

পিতার ভরসা তুমি, স্নেহের তনয়,
পিতার ভরসা তুমি প্রাণ লয়ে আজি
আসিয়াছ, আশা তাঁর, একান্ত আশ্রয়।
তোমারে লইয়া পিতা ভরেছেন সাজি,
তুমিই তাঁহার কাছে শুভ্র শতদল,
মন্দারের মালা, তব গন্ধে নাচে মন,
তুমি তার জীবনের সকল সম্বল,
দেবতার দান, তাঁর কনক আসন।
সেই জনকের কাছে মৃত্যু যবে মাগে
প্রাপ্য তার, দ্বার রুধি দাঁড়ায় আসিয়া,
নির্ম্মম যাতনা হয়ে বক্ষে এসে লাগে
এই কথা,—কোথা যাব তনয়ে রাখিয়া!
মর্ম্মে জর্জ্জরিয়া ওঠে বিপুল বেদনা,
তবু হেসে বলে প্রিয় তনয়ে,—কেঁদ না।

# শ্মশান

ঢেকে ফেল কালরূপ, নিলাজ শ্মশান,
আবার কাঁদাবে কোন্ পিতৃহীন গেহ?
অঙ্গার যাহার অঙ্গ, ভস্ম যার প্রাণ,
হিংসা যার দয়া মায়া, কপটতা স্নেহ,
সে কেন লোকের মাঝে চাহে মুখ তুলে?
কুসুমকোমল দেহ, উদার পরাণ
শুষ্ক মাটী হয়ে যায় তোর মাটী ছুঁলে,—
মিথ্যা হয় আদরের অশ্রুসিক্ত দান।
জীবনের অস্তগিরি! তব অন্তরালে
আছে কিহে অমলিন নূতন জীবন,
অশ্রু যেথা মুক্তা হয়ে উঠে কালে কালে,
শোক যেথা জেগে ওঠে সুখের মতন।
যেখানে মানব চাহি বিস্মিত নয়নে
দেখে মাতৃক্রোড়ে সুখে রয়েছে শয়নে।

# নিদাঘ নিশীথে

নিদাঘ নিশীথে শুভ্র নক্ষত্রের পথে
বাহিরিলে যবে একাকী, সংসার পিছে
পড়িয়া রহিল, উষ্ণাগমে গাত্র হ'তে
দুর্ব্বহ বসন সম, আকাশের নীচে
অনুকূল গ্রহতারা পথ ছাড়ি দিল,
আকাশ উন্মুখ হ'য়ে আছিলেক যেথা
পবিত্র হৃদয়ে তোমা বুকে ক'রে নিল,—
শুধু কণামাত্র অশ্রু পড়ে গেল হেথা।
সে দিন দেখিনু আমি বিস্ময়ে নেহারি
আমার হৃদয় হ'তে অনন্ত-হৃদয়ে
যেথা তুমি পশিয়াছ, নিশাতমোহারী
জ্যোতির্ম্ময় ধ্রুব সেতু আছে যেন হয়ে।
যে শুধু বিজন ধ্যানে স্বপনে ফুটিত,
আজ দেখিলাম সে যে অতি পরিচিত।

## মৃত্যুর আহ্বান

মৃত্যুর আহ্বান যবে বজ্রের মতন
ধ্বনিল তোমার বুকে, চারিদিক হ'তে,
রক্ষী যথা রক্ষিবারে অমূল্যরতন
ছুটে আসে, ছুটে এল ধমণীর পথে
শরীরের সব রক্ত ব্যাকুল আবেগে
মর্ম্মস্থানে, যাতনায় জর্জ্জরিত হ'য়ে
প্রাণ বাহিরিল ভাষা ফুটিবার আগে—
হৃদয় রহিল পড়ে শেষ কথা ল'য়ে।
আজ জাগিয়াছে বিশ্ব বিপুল বেদনে
আমার হৃদয়ে, আজ আমি শুনেছি সে কথা,
তোমার হৃদয়ভার মোর আঁখি কোণে
গলিয়াছে, আজ আমি পেয়েছি সে ব্যথা—
মৃত্যু যদি পরমেশ তোমার আদেশে
হেথা আসে, আসে যেন জননীর বেশে।

# অবসাদে

এ কি বর দেছ বিধি, নিভিবে না চিতা?
মুছিবে না জ্ঞানে যাহা করেছি অজ্ঞানে?
বিস্মৃতির তটে বসি কেন বল, পিতা,
জুড়াইতে নাহি পারি অবসন্ন প্রাণে?
কাতর বরষ মাস, পরিতপ্ত শোকে
অক্লান্ত আহুতি ঢালে অনন্ত চিতায়,
অনুক্ষণ জ্বলে চিতা, মলিন আলোকে
পরিপূর্ণ রহে চিরদিনের বিদায়।
মনে পড়ে মাতৃক্রোড়ে বাল্যের স্বপন,
মনে পড়ে অক্লান্ত ভরসা, চির আশা,
অটুট মনের বল,—আজ নাহি মন
একটী কুটীর বাঁধি, আজ নাহি ভাষা
ধরে রাখি প্রীতিগানে বসন্তপবন,—
শৈশবের সনে গেছে সুখের জীবন।

# ভুল

ভুল করে মিছামিছি, ভুল ভাঙ্গে কবে?
পিতার কোমল স্নেহ, মায়ের আদর
ঠেলিয়া, সম্মানসুখ পাইবার লোভে,
আপন জীবন যারা করে দেয় পর,
তখন ভাবে না কেহ তার পরিণাম।
যে প্রেমের কণামাত্র পায় না জননী,
জনকের প্রতি হায় যেই স্নেহ বাম,
পায় তাহা অনায়াসে অসার ধরণী!
যে আদর পাইবারে ভ্রাতা স্নেহভরে
প্রাণ দেয়, পদতলে লুটায় ভগিনী,
সে আদর পড়ে থাকে মিথ্যা অনাদরে,
ধূলিমাঝে, বৃথা কাজে হ'য়ে থাকে ঋণী।
যবে ভুল ভাঙ্গে, ঘরে ফিরে আসে প্রাণ,
দেখে গৃহ হয়ে আছে শ্মশানসমান!

# মরণের পরে

মরণের পরে কি গো নাহি কোন দেশ ?
এই সুখদুঃখভরা উত্তপ্ত জীবন
চিতার অনলে সব হয়ে যাবে শেষ ?
এত আশা ভালবাসা রয়েছে গোপন
ফুটিতে পারিনি শুধু টুটিবার ভয়ে,
জীবনের সনে তার হইবে বিনাশ ?
এমন ব্যাকুল আশা রাখিয়া হৃদয়ে
কে করেছে প্রাণ লয়ে হেন পরিহাস ?
যাহার হৃদয়ে হেথা নাহি অবসর
পরকে করিতে সুখী বিতরিয়া স্নেহ,
যারা চিরদিন তরে রয়ে যায় পর,
যাদের বাসিতে ভাল নাহি রহে কেহ,—
তাদের সকলি যদি হয় অবসান,
এ প্রেম কাহার তবে প্রেমশূন্য দান ?

# জীবনদাতা

তুমি কে জীবনদাতা—কি তব নির্ভর ?
চারিধারে তব ঘোর প্রলয়গর্জ্জন,
মৃত্যুর তাড়নে বিশ্ব দুর্ব্বল কাতর,
লক্ষ দিকে লক্ষ্যহারা উঠিছে ক্রন্দন,
আশাহীন শান্তিহীন নিরাশ্বাস অতি !
তারি মাঝে রহি তুমি কি আশ্বাস লয়ে
গড়িতেছ নব দেহে নবীন মূরতি,
নবশক্তি বিকাশিছ নবীন হৃদয়ে !
মৃত্যু কি চোখের ভ্রম, মনের বিকার ?
দৃষ্টির ক্ষীণতা শুধু এই অদর্শন ?
যাহা ছিল তাই আছে,—শুধু নিরাকার
রবির আলোকে যথা নক্ষত্র কিরণ !
এ বিচ্ছেদ নাহি রবে চিরদিন তরে,
নাহি রবে এ প্রভেদ আপনায় পরে ?

# পরপারে

মৃত্যু আর মৃত্যু নাই আমার নিকটে !
আমি বিশ্বজীবনের এককণা লয়ে
গড়িয়াছি এ জীবন, মোর চিত্তপটে
ফুটেছে বিশ্বের ছবি দীপ্ত আশা হ'য়ে।
মৃত্যু শুধু দিন হ'তে দিনান্তের সীমা,
মৃত্যু শুধু অদূরের চক্রবালরেখা,
মৃত্যু শুধু বরষার জলদ-গরিমা,
মৃত্যু শুধু সিন্ধুতীরে তরঙ্গের লেখা।
মোর মৃত্যু নাই, মোর অনন্ত জীবন,
মৃত্যু শুধু অনন্ত এ জীবনের পথে
যোজনের পরিমাণ, পথশ্রান্ত মন
নব বল লয়ে বাহিরায় তাহা হ'তে।
মৃত্যু শুধু ভৃত্য হয়ে জীবনের ভার
লয়ে যাবে,—খেয়া ঘাটে ক'রে দিবে পার।

# প্রবাসী

সে কথা ভাবিতে গেলে হৃদয় উথলে
তরঙ্গিত সিন্ধুসম, ভাষা ডুবে যায়,
প্রাণের এ দীন ভাব কোথা যায় চলে
পরিচিত দৃষ্টি যেন দূর পথে ধায়!
আমি যেন এ বিশ্বের অধিবাসী নহি,
জননীর মত যেন মোরে একদিন
স্তনদান দিয়াছিল আত্মা স্নেহময়ী,
সমুজ্জ্বল রবি শশী অক্ষয় প্রাচীন
ছিল মোর একদিন শৈশবের সাথী।
দূর অনন্তের পথে খেলিতে খেলিতে
হেথা পশিয়াছি শুধু কাটাইতে রাতি,—
এ নিশা পোহালে পুনঃ লাগিব চলিতে।
তাই যবে বিশ্ববীণা উঠে ঝঙ্কারিয়া
স্তব্ধ রাতে, সুপ্তিমাঝে কেঁপে ওঠে হিয়া।

# অনাদরে

আমি যে জগতে আছি দীনহীন হ'য়ে,
মনে হয় তাও বুঝি করুণা অপার,
তাই এ বিশ্বের তীব্র অনাদর সয়ে'
তোমার কোলেতে মুখ লুকাই আবার।
প্রসূতি প্রভূতস্নেহ ধরি নিজ বুকে
যুবকতনয়ে ভাবি শিশুর মতন,
নিজহস্তে অন্ন তার দিতে যান মুখে,
আপনি সাজায়ে দেন করিয়া যতন।
আমি যে মানুষ হয়ে মান পেতে যাই,
সে শুধু তোমারে মাগো করি অপমান,
তুমি দিয়ো হাতে তুলে যাহা মোর চাই,
আমিও শিশুর মত ল'ব তব দান।
যদি মা পথের খেলা খেলিতে খেলিতে
ঘুম আসে,—এসো তবে কোলে তুলে নিতে।

# সংসারে

এ কি শুধু মায়াময়, সকলি স্বপন ?
সংসারের এত সুখ সব কি ছলনা ?
কোন কাজ হেথা নাহি হ'ল সমাপন,
এখানে ত কোন আশা মিটান হ'ল না !
এখানে কি প্রাণ নাই, কেবলি সময় ?
শুধু কাল বহে যায় আপনার বেগে,
কত আশা, সুখ, ব্যথা, অতৃপ্ত হৃদয়
ক্ষণিকে মিশায়ে যায় সুদূরের মেঘে ;
একটি নিমেষ-হাসি, স্পর্শ-আলিঙ্গন,
ক্ষণিকের তরে শুধু প্রাণ ছুঁয়ে যায়,
সুখের পরশে যেই বিকাশে জীবন,
অমনি সে সুখ হেসে অতীতে মিশায় !
প্রাণে যদি এত আশা, এমন পিয়াসা,
সময়ের পারে কেন নাহি দিলে বাসা ?

# জীবন স্বপ্ন

উদয় অচল হ'তে যবে পূর্ব্বভাগে
দাঁড়ানু আসিয়া, মোর প্রথম কিরণ,
সুপ্ত জননীর বক্ষে শিশু যথা জাগে
সব আগে, ডেকে দিল অর্দ্ধজাগরণ
নিদ্রালসনিমীলিত নয়নে ধরার।
পুষ্পিত কাননসম মানব-হৃদয়
শান্তজ্যোতি বিকাশিল স্নিগ্ধ বাসনার—
দীপ্তমুখে নব আশা হইল উদয়।
মধ্যাহ্নে যখন মোর উত্তপ্ত কিরণ
তীক্ষ্ণ অনাদরসম ফুটিল হৃদয়ে,
হৃদিরক্তে মুছে গেল সুখের স্বপন,
মরিল অর্দ্ধেক আশা মরণের ভয়ে।
শ্রান্তপদে এনু যবে পশ্চিমগগন,
হেরিনু অর্দ্ধেক স্বপ্ন, অর্দ্ধেক মরণ!

# অন্তরীক্ষে

যারা শুধু প্রাণ লয়ে এসেছিল হেথা,
ভাষা সাথে আনে নাই ভার হয় পাছে,
তাদের অব্যক্তভাব, অন্তরের ব্যথা
পথ কাটি চলে বক্ষপঞ্জরের কাছে।
মাঝে মাঝে হয় শুধু গম্ভীর গর্জ্জন,
বক্ষ যেন অন্তরীক্ষে উঠিছে গুমরি,
মাঝে মাঝে হয় মুখে দামিনীস্ফুরণ,
প্রাণ যেন ফুটে ওঠে নিজরূপ ধরি।
কেহ করে উপহাস, কেহ শুধু হাসে,
কেহ ভাবে মনে মনে—এরো প্রাণ আছে!
কেহ কিছু নাহি বুঝে—শুধু ভালবাসে,—
করে তারা অবিশ্বাস যারা রহে কাছে।
যাহাদের প্রাণ নাই, আছে শুধু ভাষা,
তারা ভাবে ইহাদের সকলি দুরাশা।

# কঠিন পথ

অতি সাবধানে হেথা ফেলিয়ো চরণ,
এখানে পড়িলে হবে আপনি উঠিতে,
এ বড় কঠিন পথ, কঠিন জীবন,
পরিশ্রান্ত হ'তে হয় ছুটিতে ছুটিতে।
এখানে আপন পথ বাঁচাবার তরে
যে হৃদয় ফেলে দেয় সেই হয় ধনী,
সমস্ত হৃদয়ভার লয়ে সাথে করে'
চলে যেবা,—তারে কভু ডাকে না অবনী।
এখানে শিখিতে হয় অন্তর ঢাকিতে,
প্রাণ রেখে দিতে হয় গভীর গোপনে,
এখানে মানবমাঝে মর্য্যাদা রাখিতে,
অশ্রু শুকাইতে হয় আপনার মনে।
শুনাইতে চাহ যদি হৃদয়ের কথা
হেথা নয়—এখানে সে হবে বাতুলতা।

# বিশ্বের জীবনে

সারা বিশ্বে রাখিয়াছি অন্তর আমার—
ধীরে ধীরে ফুটিতেছে বিশ্বের জীবনে,
ফুল হ'য়ে ফুটিতেছে হাসির আকার,
আশা হ'য়ে ছুটিতেছে সৌরভের সনে।
প্রভাতের সুধাস্নিগ্ধ শিশিরজীবনে
তরল হইয়া উঠে প্রাণের উচ্ছ্বাস,
মধ্যাহ্নের তেজোরূপ রবির কিরণে
জাগে হৃদয়ের বল, দূরে যায় ত্রাস।
সন্ধ্যার রক্তিমরাগে চরণ রাঙ্গিয়া
আসে হৃদয়ের লক্ষ্মী কল্পনা আমার,
কোন্ বিশ্বহীন পথে যেন মোর হিয়া
সাড়া দেয়—প্রাণে ওঠে প্রতিধ্বনি তার।
খুঁজিতে হয় না কিছু, কেহ নহে পর,
সব ঠাঁই রহিয়াছে আমার অন্তর।

# সাথী

পাশাপাশি দুইজনে জাগে সারারাতি
হেথা, কেহ নাহি জানে কারো পরিচয়,
প্রাণ ভাবে—কোথা হ'তে এল মোর সাথী
এই, তেজোহীন কদাকার অতিশয়।
দেহ ভাবে—সমুজ্জ্বল রূপের আধার
এই, হবে সুনিশ্চিত দেবের তনয়!
কেমনে ইহারে বক্ষে রাখিব আমার—
দীন বলে' আমারে এ ঘৃণিবে নিশ্চয়!
প্রাণ চাহে বিশ্বরূপে সর্ব্বজয়ী হ'তে,
সীমায় এ দেহ রাখি অসীমে বাঁচিতে,
মৃত্যু যবে আসিবেক শরীরের পথে,
অন্য ঠাঁই চলে গিয়ে আবাস রচিতে।
এক পারে যবে তার আসিবে আঁধার,
অন্য পারে আলোকিয়া রবে চারিধার।

# অসীমের খেলা

আমি যে খেলিতে চাই অসীমের খেলা,
সব ঠাঁই সব রূপে জীবন রাখিতে,
যখন প্রখর তাপে ফুটে উঠে বেলা,
গভীর সাগরজলে লহরী মাখিতে।
মৃত্যু শুধু হবে মোর প্রাণের নিমেষ,
উদার প্রাণের দৃষ্টি রাখিবে উজ্জ্বল,
মৃত্যু শুধু নব প্রাণ করিয়া উন্মেষ
হবে মোর হোমাগ্নির পবিত্র অনল।
বহে যাবে মৃদুমন্দ কালের বাতাস,
জীবনের দিন হবে লহরীর গতি,
মোর হাসি ভরি রবে সকল আকাশ,
লক্ষ ঠাঁই লক্ষ তারা করিবে আরতি।
আমারেই মনে হবে অনন্ত অশেষ,
অভিন্ন জীবন, শুধু ভিন্ন ভিন্ন বেশ।

# আঁধারের খেলা

এক দিন নিশীথের গভীর বিজনে
আঁধার খেলিতেছিল জগতসংসার,
নীলাকাশ প্রজ্জ্বলিত লক্ষ দীপ সনে
খুঁজিয়া ফিরিতেছিল গুপ্ত অন্ধকার।
পুঞ্জীকৃত অন্ধকার আছিল গোপনে
ধরাবক্ষে শতবৃক্ষে পাতার আড়ালে,
কখনো বাহির হ'য়ে পরিহাস সনে
হাসিয়া মিশিতেছিল দূর চক্রবালে।
ব্যর্থ হেরি আকাশের সকল উদ্যম,
নিশামণি চুপি চুপি দাঁড়ালেক পাশে,
সে কথা পূরব দিকে রটিল প্রথম—
অকস্মাৎ প্রচারিল আকাশে আকাশে।
সকল অজ্ঞাতবাস লুপ্ত হয় পাছে—
আঁধার আপনি এসে ধরা দিল কাছে।

# প্রাণময়

তোমারেই ফিরে নিতে হবে তব দান!
না পারিনু হ'তে আমি তোমার মতন,
অতি জীর্ণ ধূলাকীর্ণ আমার এ প্রাণ,
হারায়ে ফেলিব কোথা অমূল্যরতন।
আমি যে তোমার মত ভালবাসা চাই,
সে কথা বুঝাব কোন হৃদয়ের বলে?
তোমার অসীম মূর্ত্তি কভু হেরি নাই,
সীমা হ'তে বাহিরিব বল কোন্ ছলে?
তোমার এ অসম্পূর্ণ মানব-আকার
পূর্ণ কর, পরমেশ, নিজ বিশ্বরূপে,
যে রূপে নাহিক দেহ-প্রভেদ-প্রাকার
সেই রূপে মোর প্রাণে এস চুপে চুপে।
বাহিরে বরষ যাবে বহিয়া কেবল—
তুমি রবে প্রাণময় অক্ষুণ্ণ উজ্জ্বল!

# অনন্ত

তোমার জগত কোথায় হয়েছে শেষ ?
দিন চলে যায় আবার ফিরিয়া আসে,—
আলোর মাথায় ছায়ার কোমল কেশ
নীরব মাধুরী ধরণীকোলে বিকাশে।
ফুল ঝরে যায় তবু ফুল উঠে ফুটে,
ফুলের হাসিটি নাহি ত ফুরায় কভু,
যে নদী শুকায় সেই ত আবার ছুটে,
মেঘ ঝরে যায় মেঘ ফিরে আসে তবু।
তোমার জগতে শেষ ত কোথাও নাই,
সকলি অসীম—সবি ত অসীমে ঢালা,
তবে বল কোথা আমারে ফিরিয়া পাই,
কোথায় জুড়াই হতাশ প্রাণের জ্বালা ?
যা কিছু গিয়াছে আসিবে ফিরে কি শেষে,
নবীন কিরণে, চিরমনোহর বেশে ?

# নৈরাশ্যে

দারুণ নৈরাশ্য ভারে পীড়ে যবে মন,
এ জীবন লাগে যেন নিতান্ত বিফল,
সত্য ধর্ম্ম মনে হয় অলীক স্বপন,
ধরা মুছে দিতে চায় নয়নের জল,
মনে হয় সব বুঝি গিয়াছে ফুরায়ে,—
তখনো কে যেন এসে জ্বেলে দেয় বাতি
এক কোণে হৃদয়ের, নিরাশা পুড়ায়ে
আলোকিত ক'রে রাখে সেই দুখরাতি।
কি যেন বলিতে চায়—ফুরায় নি কিছু,
আবার ফিরিয়া মোর আসিবে সুদিন,
অনন্ত আলোক আসে আলোকের পিছু,
এ দুখ অনন্ত সুখে হয়ে যাবে লীন।
মোর দুখ লয়ে যেন হতেছে সাধিত
শুধু মোর নহে, সর্ব্ব জগতের হিত।

# আশা ও ভাষা

যত আশা আসিয়াছে তব নাম ক'রে,
সব কি আমার, দেব, সব কি আমার ?
যত ভাষা ফুটিয়াছে ধরণী ভিতরে
সব কি তোমার, দেব, সব কি তোমার ?
জানি না গো কোন্ আশা হৃদয়ে রাখিলে,
হৃদয় উঠিবে হেসে যেন শতদল,
জানি না গো কোন ভাষা বলিতে পারিলে,
বিকশিত হবে মোর বাসনা সকল।
বাহিরে রাখিব মোর যত আশা সব,
তুমি মোর আশা হয়ে আসিয়ো পরাণে,
কোন কথা কহিব না রহিব নীরব,
তুমি মোর ভাষা হ'য়ে ভাসিয়ো ধেয়ানে !
তুমি যবে হাসি মুখে হইবে উদয়,
সব দিকে জাগিবেক আমার হৃদয়।

# বিশ্বরূপ

কতরূপে আসিয়াছ আমার সকাশে,
কত ভাবে পশিয়াছ আমার জীবনে,
ধাত্রীরূপে পালিয়াছ আপন আবাসে,
পিতা হয়ে রক্ষিয়াছ সকল ভুবনে।
সংসারের শতস্নেহে বাঁধিয়াছে মোরে,
শতবাহু প্রসারিয়া রহিয়াছ ঘিরে,
আপনি পাখীর গানে ডেকে দিয়ে ভোরে,
আসিয়াছ নিদ্রারূপে সাঁঝের তিমিরে।
কতরূপে জাগায়েছ জীবন আমার,
সুখে দুখে শোকে তাপে এসেছ পরাণে,
ব্যথা হয়ে হৃদে ফুটি তখনি আবার
অশ্রু হয়ে ছুটিয়াছ নয়নের পানে।
নয়নমোহন রূপ ভাতিলে সমুখে,
প্রেম হয়ে উছলিলে বিরহীর বুকে।

# ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র ব'লে কভু যেন না হই হতাশ,
জগতের বড় কাজ সব ক্ষুদ্র নিয়ে.
ক্ষুদ্র নিয়ে রচে নর বিশাল আবাস,
বিশাল বিস্তীর্ণ পথ রচে ক্ষুদ্র দিয়ে।
শিশু যবে তার ক্ষুদ্র কর প্রসারিয়া
আকাশ পাড়িতে চাহে নিশামণি সাথে,
উপহাস মনে হয়, কিন্তু মা'র হিয়া
বিশাল অম্বরসম, আসে তার হাতে।
মোর প্রাণ দূরে আছে বিশ্বজগতের,
আমি শুধু আসিয়াছি ছায়ামাত্র ল'য়ে,
ক্ষুদ্র দীপাধারসম বিশ্ব জীবনের
নীচে আছি জীবনের অন্ধকার হ'য়ে।
আমার উপরে জ্বলে অনন্ত জীবন,
সেই মোর অহঙ্কার, সুখ ও স্বপন।

# জ্ঞান-পরিচয়

তোমার মনের কথা মূরতি ধরিয়া
দিকে দিকে ফুটিয়াছে এ বিশ্বজগতে,
এক কথা কতবার বাঁচিয়া মরিয়া
লক্ষ প্রাণে ফুটিয়াছে লক্ষ দিক হ'তে।
অসংখ্য তোমার কথা অসংখ্য জীবনে
ভেসে আসে সিন্ধুবক্ষে উর্ম্মিমালা মত,
পরিষ্কার পরিস্ফুট,—বধির শ্রবণে
মরে যায় অর্থ তার হ'য়ে প্রতিহত।
তোমার অনন্ত ভাষা শিখাও আমারে,
পড়িব তোমার গ্রন্থ সকল অক্ষরে
কালে কালে,—আজ শুধু পবিত্র ওঙ্কারে
দীক্ষিত করহ মোরে আপনার করে।
আপন দক্ষিণ করে মোর প্রাণ লয়ে
শিখাও প্রথম বর্ণ জ্ঞানপরিচয়ে।

# সম্পূর্ণ শিক্ষা

তোমার সকল কথা শেষ নাহি হ'তে
পড়িল যে ঘুমাইয়ে, তাহারে আবার
কোনখানে জাগায়েছ এ বিশ্বজগতে ?
এখানে যে জীর্ণগ্রন্থ পড়েছিল তার
কালকীট হ'তে বহু প্রয়াসে রক্ষিত,
সকল অধ্যায় তার করে নাই শেষ,
তোমার সকল গ্রন্থে হয়নি দীক্ষিত,
বুঝে নাই সব কথা সকল আদেশ।
কত ভাষা পড়ে আছে শিখে নাই সব,
কত সুরে কত গান উঠেছে নিবেছে,
আধ ফোটা কত কথা হয়েছে নীরব,
কত আশা উঠে এসে তখনি ডুবেছে।
তোমার সম্পূর্ণ শিক্ষা কোথা দিবে তারে ?
আর কোন্ গ্রন্থ দিবে তব পাঠাগারে ?

# পরিচয়

তুমি যবে কথা বল আসি মোর চিতে,
আমি থাকি আনমনে, রহি আন কাজে,
শেষে দেখি মন পানে চাহি আচম্বিতে,
মন আছে, আমি কিন্তু নাই মনমাঝে।
আমি গিয়ে পড়ি কোন অজানা জগতে,
সেখানে কেবলি ভীতি, শুধু অন্ধকার,
আমার আপন কথা আসে দূর হ'তে
মৃত্যুসম ভয়ঙ্কর ধরিয়া আকার।
আমার আপন প্রাণ হ'য়ে যায় পর,
চাহিতে তাহার পানে জনমে বিস্ময়,
আমি মর জগতের, সে বুঝি অমর,
কালের অধীন আমি, প্রাণ মৃত্যুঞ্জয়।
ভয়ে ভয়ে নিতে যাই তার পরিচয়,
দেখি আমি সেই প্রাণ অব্যয় অক্ষয়।

# মানব হৃদয়ে

এ কি খেলা, হৃদয়েশ, এ কি উপহাস !
রবিকরফুল্ল ধরা, জ্যোৎস্নাময়ী রাতি
ত্যজিয়া মানবহৃদে রচেছ আবাস !
কবে জ্বেলে দিয়ে যেতে আকাশের বাতি
দিগ্‌দিগন্তের পথে ফেলেছ চরণ,
চরণের রেখা আজো রয়েছে অঙ্কিত।
কালে কালে ফেলিয়াছ তব আভরণ
বিশ্বমাঝে,—হেথা পথ করি আলোকিত,
তোমার কৌস্তুভমণি দিবাকর নামে
দিন আনে ধরামাঝে, সেখানে সাগরে
হাসি পড়ে আছে মুক্তা হয়ে, দিব্যধামে
যাত্রাকালে পড়েছিল সুনীল অম্বরে
পদরেণু, এখনো তা ফোটে তারা হ'য়ে,—
তুমি রচিয়াছ বাস মানব হৃদয়ে !

# বরষার জল

সেখানে এসেছে আজ বরষার জল।
যেখানে সে স্নেহমাখা কোমল হৃদয়
পুড়েছিল, জ্বলেছিল অন্তের অনল,
যেখানে সে দিব্যকান্তি পেয়েছিল লয়,
সেখানে জাহ্নবীহৃদি উথলিছে আজ।
তাই ত পবিত্র তুমি, তাই তব বারি
পুণ্য বলি সুবিখ্যাত আজো ধরামাঝ—
তব তীরে যত চিতা জ্বলে সারি সারি
রেখে যায় তব তরে পবিত্র হৃদয়
ভস্মমাঝে, সব শেষে সেথা পড়ে থাকে
বিলাসলালসাহীন, স্নেহ সমুদয়।
তোমার তরঙ্গ তাই সযতনে মাখে,
আনন্দে নাচিয়া চলে মৃদু কলরবে,
দিকে দিকে সেই পুণ্য বিলাইয়া সবে।

# শেষ কথা

সব শেষ হয়ে গেলে শেষ কথা থাকে,—
হৃদয়ের কথা তাহা, কাজের ভিতরে
মৌনভাবে আপনারে লুকাইয়া রাখে,
আঁধারে জ্বলিয়া উঠে আলোকেতে মরে।
চুপি চুপি সব কাজে পাতি দেয় বুক,
নিমেষের হাসি সব তুলে রাখে মনে,
বিশ্বের অন্তর হ'তে খুঁজে আনে সুখ,
জড় করে' রেখে দেয় অতি সঙ্গোপনে।
যখন সকল কথা হয়ে যায় শেষ,
অন্ধ বাসনার মুখে নিবে যায় হাসি,
বিশ্ব মনে হয় বহু পুরাতন দেশ,
প্রাণে শুধু পড়ে থাকে ভস্ম রাশি রাশি,
তখন হৃদয়লক্ষ্মী আসে রাজ্য লয়ে,
লুপ্ত সুখ, সুপ্ত আশা, সিংহাসন ব'য়ে।

# একতারা

সব এক ডোরে বাঁধা, কেহ নহে ছাড়া।
সবার হৃদয়মন এক ক'রে দিয়ে
কে যেন রচেছে এই বিশ্ব একতারা।
রবির কিরণে ফুল নীরবে ফুটিয়ে
যে সুষমা, যে সুগন্ধ বিতরে ভুবনে,
তাহারি ঝঙ্কার যেন বিহগের স্বরে
গান হয়ে ভেসে আসে প্রভাতপবনে।
অরুণের মৃদুহাসি মানব-অন্তরে
আশা হ'য়ে ফুটে উঠে পরিমল লয়ে,
সাঁঝের অধর হ'তে সে হাসি টুটিয়া
সঙ্গীতে বাঁচিয়া উঠে মানব-হৃদয়ে,
অতীতের লুপ্ত স্মৃতি আনে সে লুটিয়া।
দূরে কারো মর্ম্মব্যথা ছুঁয়ে গেলে তার,
মোর প্রাণে বেজে উঠে উন্মত্ত ঝঙ্কার।

# প্রাণের মিলন

আজ হ'তে আমি আর কারো নহি পর,
আমি বিশ্বজগতের, মোর দুঃখ তার,
দাঁড়ায়েছি অসীমজীবনে করি ভর,
আছি সব কালে, আজ সকলি আমার।
অতীত যে, সেও মোর হৃদয়ের ধন
সেও মোর প্রাণসখা, গৃহের অতিথি,
তাহার প্রাণের তৃপ্তি, সুখের জীবন
আনিয়া দিয়াছে মোরে বুকভরা প্রীতি।
চঞ্চল সুদূর আজ স্থির হ'য়ে আছে
আমার হৃদয়ে, তার নূপুরগুঞ্জন,
বীণার ঝঙ্কার আজ বাজে কাছে-কাছে,
আজ হ'য়ে গেছে মোর সন্দেহ-ভঞ্জন।
তাই একধারে মোর তরুণ তপন,
অন্ধকার অন্যদিকে,—প্রাণের মিলন!

# অনন্ত লীলা

তুমি যত কথা, দেব, বলিবারে চাহ
আমার জীবনে, আমি বলেছি কি সব?
আমার হৃদয়ে তুমি যত গান গাহ
নিতি নিতি, তার ভাল ফুটেছে কি রব?
এক কথা কত বার কত ভাবে উঠে,
এক গান কত ছন্দে কত সুরে বাজে,
এক গন্ধ কত দিকে কত রূপে ছুটে,
এক বর্ণ কত চিত্র আঁকে বিশ্বমাঝে।
তাই ত অনন্ত লীলা, তাই ত তোমায়
দেবদেব বসি সবে পূজে এ জগতে,
অন্ত কোথা, আদি কোথা, মরণ কোথায়
অসীম এ জীবনের শ্রান্তিহীন পথে?
যখন আদেশ পাব ফেলে দেব দেহ,
নব নব বিশ্বে গিয়ে বাঁধি রব গেহ।

# প্রবাসী

যত দিন যায়, বর্ষ বহে যায় যত,
উথলে আমার মন অসীম হরষে,
আনন্দ বহিয়া যায় প্রাণে অবিরত,
হৃদয় জাগিয়া উঠে কল্যাণ সরসে।
শিক্ষালাভ তরে যেন সুদীর্ঘ প্রবাস,
জীবন আমার, যবে আসিবেক ছুটি,
সানন্দে চলিয়া যাব তোমার আবাস,
হেথাকার স্বাদগন্ধ লয়ে যাব লুটি
তোমার চরণে দিতে, হেথাকার স্মৃতি
তোমার সকল ঘরে সকল ভাণ্ডারে
দ্বার খুলে দেবে, সেথা অনন্তের গীতি
বাজিবে অন্তের সুরে প্রেমের ঝঙ্কারে।
মৃত্যু দিয়ে গণে যাব অনন্ত জীবন,
অনন্তের পরমায়ু লভিব যখন।

# অশেষ

তাহার কথা সে কহিতে পারিনি বলে',
দিয়া গিয়াছিল আমারে তাহার কথা,
এখান হ'তে সে গিয়াছে সুখের কোলে,
ল'য়ে গেছে মোর সকল প্রাণের ব্যথা।
তাহার ভাষা সে বুঝাতে পারিনি বলে,
সব মন নিয়ে ভেসে ওঠে মোর গানে,
তাহার দেহটি চিতার আগুণে জ্বলে,
তার প্রাণ তাই এসেছে আমার প্রাণে।
ওগো সে এখনো বেঁচে আছে মোর দেহে,
তাহার আশীষ জেগে আছে মোর গেহে,
তাহার হৃদয় মিশে আছে মোর স্নেহে,
সে যেন এখনো আছে মুখপানে চেয়ে।
এ জগতে তার হবে না হবে না শেষ,
আমি যাব তবু রহিবে আমার দেশ।

# শোক পারাবার

শোক যবে বাহিরায় অশ্রুমুখ লয়ে,
নাহি রহে তার কোন বিচিত্র বরণ,
আর কত অশ্রুসনে যায় এক হয়ে,
কে বলিবে কোন অশ্রু কাহার কারণ।
তাই যবে পিতৃশোক উথলিল বুকে,
ক্রমে ক্রমে ভেঙ্গে গেল সকল দুয়ার,
এক দুখ মিশে গেল অন্য এক দুখে.
সব মিশে উথলিল শোক পারাবার।
বিশ্বের নিয়ম তাই, কেহ ছাড়া নয়.
হেথা সব করে' থাকে প্রেমে গলাগলি,
দুঃখে যবে গলে যায় সংহত হৃদয়,
হৃদয়ের পরিসর বেড়ে যায় চলি।
সমস্ত বিশ্বের প্রাণে মিশে যায় প্রাণ,
এক গানে জেগে ওঠে শত শত গান।

---